বিদেশি সাংবাদিকদের প্রতি কেন্দ্রের অন্যায্য মনোভাব, বললেন জহর

প্রতিবেদন: দেশের মিডিয়াকে বারবার নিজেদের দখলে রেখে পক্ষপাতদুষ্ট খবর পেশ করে স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব প্রকাশে লজ্জাবোধ করেনি কেন্দ্রের মোদি সরকার। আরও একবার সেই স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবের কারণে ভারতের মুখ পুড়েছে গোটা বিশ্বের কাছে। মাত্র কয়েকমাসেই একাধিক বিদেশি সাংবাদিককে ভারতে সাংবাদিকতা করার অনুমতি প্রত্যাহার করেছে মোদি সরকার। সবক্ষেত্রেই মোদির বিরুদ্ধে খবর করার কারণে রাজরোষে বিদেশি সাংবাদিকরা। বিদেশি সংবাদ মাধ্যমের উপর বিভিন্ন স্বৈরাচারী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে এবার সরব হলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ জহর সরকার। নির্বাচনের আগে সিএএ লাগু করা থেকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেফতারের ঘটনায় যখনই আন্তর্জাতিক মহল সরব হয়েছে, তখনই দেখা গিয়েছে বিদেশমন্ত্রকের পক্ষ থেকে এধরনের সমালোচনার নিন্দা করা

মোদি-বিরোধিতা করলে নিষেধাজ্ঞা

হয়েছে। সমালোচনা হলে তাকে সদর্থকভাবে নেওয়া তো দূরের কথা, তার পাল্টা কিছু দিতেই হবে, এটাই মোদির সরকারের নীতি। সেই নীতি মেনেই ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আয়করের বাহানায়

তল্লাশি চালানো হয় বিবিসি-র দিল্লি সদর দফতরে। বিবিসির তথ্যচিত্র গুজরাতের ধর্মীয় অশান্তির ছবি তুলে ধরায় সেটি ভারতে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ার একটি টেলিভিশন তথ্যচিত্রে এবিসি খালিস্তানি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর হত্যা সম্পর্কে তুলে ধরা হলে সেটিও বন্ধ করে দেয় বিদেশ মন্ত্রক। তবে লোকসভা নির্বাচনের আগে যেভাবে রাজনীতি থেকে প্রশাসন, সর্বত্র কেন্দ্রের স্বৈরাচারী বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় সেভাবেই বিদেশি সংবাদ মাধ্যমের প্রতি আচরণ। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফরাসি সাংবাদিক ভানেসা ডোনাকের ওয়ার্ক পারমিট বাতিল করা হয়। তিনি নিজের দেশে ফিরে যান। এপ্রিলে অস্ট্রেলিয়ার সাংবাদিক অবনী ডায়াসকে দেশে ফিরে যেতে হয় ভারত সরকার সাংবাদিক হিসাবে তাঁকে দেওয়া ভিসা ফিরিয়ে নিলে। সর্বশেষ ফরাসি সাংবাদিক সেবাস্টিয়ান ফ্রাসিসের কাজের অনুমতি বাতিল করা হয়। জুনে তিনি দেশে ফিরে যান। ভানেসা ও সেবাস্টিয়ানের ক্ষেত্রে তাঁরা ভারতীয় নাগরিকদের বিয়ে করার কারণে ওভারসিজ সিটিজেন অফ ইন্ডিয়ার সম্মান পেয়ে থাকেন। কিন্তু সাংবাদিকতা করার জন্য বিশেষ অনুমতি থাকা দরকার, যা দেয়নি মোদি সরকার। সেবাস্টিয়ান রাষ্ট্রসঙ্ঘের পত্রিকাতেও মোদি সরকারের আমলে বর্ধিত বেকারত্বের সমস্যা নিয়ে লিখেছিলেন।

রাজ্যসভার সাংসদ জহর সরকারের দাবি, এভাবেই বিদেশ মন্ত্রককে শিকারি প্রাণিতে পরিণত করা হচ্ছে। মোদির নিজের দোষের সমালোচনা করার কারণেই বিবিসি, এবিসি বা ফরাসি সাংবাদিকদের হেনস্থা করছে মোদি সরকার।